13 FEB 2017

নিজস্ব ক্যাম্পাসে না গেলে ভর্তি বন্ধ

ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখনো নিজস্ব ক্যাম্পাসে যায়নি, সেগুলোতে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধসহ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের ১৮তম সমাবর্তনে সভাপতির বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী এই হুঁশিয়ারি দেন। গতকাল রোববার রাজধানীর বসুন্ধরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে আচার্য ও রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের প্রতিনিধি হিসেবে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী। সমাবর্তনে ১ হাজার ৪১৯ জন শিক্ষার্থীকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়া হয়।

বর্তমানে দেশে ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে পুরোনো ৫১টিকে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য চার দফায় সময় দেয় সরকার। সর্বশেষ সময় শেষ হয়েছে গত জানুয়ারি মাসে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দিয়ে জানিয়েছে, পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে মাত্র ১২টি পূর্ণাঙ্গভাবে নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাকি ৩৯টি এখনো পুরোপুরিভাবে যেতে পারেনি। এদের কোনো কোনোটি নিজস্ব ক্যাম্পাসে আংশিক কার্যক্রম শুরু করেছে। কোনো কোনোটি ক্যাম্পাস নির্মাণ করছে। কোনো কোনোটি এখনো নির্মাণকাজ শুরু করেনি। একটি আইন অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ জমি কেনেনি।

এমন প্রেক্ষাপটে শিক্ষামন্ত্রী এই হুঁশিয়ারি দিলেন। তিনি বলেন, কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখনো তাদের ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে পারেনি। এভাবে তারা বেশি দিন চলতে পারবে না। যেসব বিশ্ববিদ্যালয় সফল হতে পারেনি, শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, যারা নিজস্ব ক্যাম্পাসে যায়নি, যারা একাধিক ক্যাম্পাসে পাঠদান করাচ্ছে, তারা আইনানুসারে সঠিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে না পারলে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধসহ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সমাবর্তন বক্তা ছিলেন ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ। তিনি শিক্ষার্থীদের পরিবর্তনশীল বিশ্বের উপযুক্ত নাগরিক হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, 'তোমাদের অধিকাংশই নিজের ক্যারিয়ার তৈরি, কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও নিজেদের পরিবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু নিজের জন্য নয়, সমাজের জন্য কী অবদান রাখছ, সেটাই হয়ে থাকবে বিশ্ব মানচিত্রে তোমাদের সাফল্যের ছাপ।' তিনি বলেন, বিশ্বনেতারা আজ পৃথিবী থেকে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণের কথা বলছেন। এটা অলীক স্বপ্নও নয়, এই লক্ষ্য পূরণ বাস্তবসম্মত। বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য মডেল।

সমাবর্তনে আরও বক্তব্য দেন ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের উপাচার্য অধ্যাপক এম ওমর রহমান, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাশেদ চৌধুরী প্রমুখ।